ব্রাহ্মণবাড়িয়া

বড় হুজুরের রাজত্ব

রিপোর্ট : **সাজেদুর রহমান**

ব্রাহ্মণবাড়িয়া কি বাংলাদেশের বাইরে? যত অদ্ভুত, বিস্ময়কর বা অজ্ঞতাপ্রসূত বলে মনে হোক না কেন এ প্রশ্ন প্রথম উঠেছিল ১৯৯৮ সালের ডিসেম্বরে। এরপর ২০০০ সালের এপ্রিলেও। আর এখন আবার উঠে আসছে সেই একই প্রশ্ন।

কি ঘটেছিল ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় ১৯৯৮ সালের ডিসেম্বরে? অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি যে ঐ বছর ডিসেম্বর মাসে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার মানুষ পালন করতে পারেনি বিজয় উৎসব- আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের বিজয় স্মারক ১৬ ডিসেম্বর।

মৌলবাদী শক্তি, পরাজিত পাকিস্তান বাহিনীর দোসর ও তাদের গণবিরোধী আদর্শের অনুসারী রাজাকার ও নব্য রাজাকারেরা মিলে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় বানচাল করে দেয় মুক্তিযুদ্ধে বিজয় উৎসবের আয়োজন। এবং তা প্রশাসনের চোখের সামনে।

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার '৯৮-এ ধর্মীয় উগ্রপন্থীদের বর্বরতা মানুষ যখন প্রায় ভুলতে বসেছিল ঠিক তখনি, আবার পত্রিকার পাতাগুলো সরগরম হয়ে উঠল। বিষয় একটি পত্রিকায় বিকৃতভাবে প্রকাশিত প্রশিকা প্রেসিডেন্ট কাজী ফারুক আহম্মেদের বক্তব্য। সময় ২০০০ সাল। বক্তব্যকে অজুহাত হিসেবে খাড়া করে কতিপয় মৌলবাদী সংগঠন ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় হরতাল আহ্বান করে। শুধু তাই নয়, ওই দিন তারা ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সব এনজিও কার্যক্রম ও এনজিও অফিসসমূহ বন্ধ করার আদেশ দিয়ে ভাংচুর, কর্মীদের হয়রানি, ট্রেন চলাচলে বিঘ্ন সৃষ্টি করাসহ নানা সন্ত্রাসী কর্মকান্ডে লিপ্ত হয়। ওই দিন ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় হরতাল চলাকালীন জেলা প্রশাসক এবং পুলিশ সুপারের বাসভবনের নিরাপত্তার দায়িত্বে ছিল মাদ্রাসা ছাত্ররা। তার মানে কি? একটি শহরের তো নয়ই, নিজেদের বাসভবনের নিরাপত্তা বিধানের ক্ষমতা জেলা প্রশাসক বা পুলিশ সুপারের নেই।

জঙ্গি সন্ত্রাসী তৈরির কারখানা

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার শহীদবাড়িয়া এলাকার এদারায়ে তা'লিমিয়া কওমি মাদ্রাসার অধীনে জেলা জুড়ে পরিচালিত হচ্ছে প্রায় ১১০টি কওমি মাদ্রাসা।

এই কওমি মাদ্রাসা জঙ্গি তৈরির মূল সূতিকাগার। গোয়েন্দা সূত্র মতে, জঙ্গি সংগঠন 'খতমে নবুওয়ত' এই মাদ্রাসা থেকে চালিয়ে যাচ্ছে তাদের জঙ্গি তৎপরতা। জন্ম দিচ্ছে শত শত ধর্মান্ধ উগ্রজঙ্গি। যারা নিঃশঙ্কচিত্তে হত্যা করতে উদ্যত হয় সংবিধান বিশেষজ্ঞ ড. কামাল হোসেন, বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক এমএম আকাশের মতো ব্যক্তিত্বকে।

ক্ষমতাসীন চারদলীয় জোটের শরিক ইসলামী ঐক্যজোটের কয়েক নেতার পরিচালনায় চলছে এ কার্যক্রম। আর এদের নেতৃত্বে আছেন কথিত বড় হুজুর।

মাদ্রাসাগুলিতে যারা পড়ে ও পড়ায় তারা একবারও জাতীয় সঙ্গীত, 'আমার সোনার বাংলা/ আমি তোমায় ভালোবাসি', গায়নি, গায় না। জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে না। জাতীয় দিবসগুলোতে ছুটি পালন করে না। সন-তারিখ-মাস সবই আরবি হিজরীতে হিসাব চলে।

এরা নিজস্ব পাঠ্যসূচি অনুসরণ করে যার মধ্যে বাধ্যতামূলক আত্মরক্ষা প্রশিক্ষণ আছে। ভারতের 'দেওবন্দ' মাদ্রাসার অনুসরণে মাদ্রাসাগুলি পরিচালিত হয়। আলিয়া মাদ্রাসার ঘোর বিরোধী এই কাওয়ামীরা।

এদের মূল কাজ, বিভিন্ন ইস্যু সৃষ্টি করে জঙ্গি আন্দোলনের পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন। মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ এবং ইসলামী জঙ্গি নেতাদের নির্দেশনা মতো ১১০টি মাদ্রাসার ২৫ হাজার ছাত্ররা বিভিন্ন সময়ে নির্দিষ্ট এলাকায় বিক্ষোভ ও জ্বালাও পোড়াওসহ জঙ্গি তৎপরতা পরিচালনা করে।

২০০৪ সালের শেষ দিকে আমেরিকার স্টেট ডিপার্টমেন্টের ৩ সদস্যের একটি দল আসে বাংলাদেশে। নবেম্বরের প্রথম সপ্তাহে এরা ব্রাহ্মণবাড়িয়ার এদারায়ে তা'লিমিয়া মাদ্রাসা বোর্ডের অধীনে বেশ কয়েকটি মাদ্রাসা ঘুরে দেখেন। দেশ ছেড়ে যাবার সময় মাদ্রাসাগুলোর মধ্যে মজলিশপুর উপজেলার 'মজলিশপুর আনোয়ারুল উলুম মাদ্রাসা', সরাইল উপজেলার বেপারীপাড়ার 'মাদ্রাসায়ে ইসলামিয়া বায়তুল উলুম', কসবা উপজেলার সৈয়দাবাদের 'মাদ্রাসা ছানী ইউনুছিয়া' সুহিলপুরের উঃ সুহিলপুর উলুমে শরীয়া মাদ্রাসা, দারুল আলকাম মাদ্রাসাসহ কয়েকটি মাদ্রাসার জঙ্গিবাদি নেটওয়ার্কের সঙ্গে সংশ্রবের কথা উল্লেখ করেন। এদের বিরুদ্ধে তালেবান সম্পৃক্ততা ও মুজাহিদ বাহিনী গঠনের মাধ্যমে সশস্ত্র প্রশিক্ষণের অভিযোগ এনে ব্যবস্থা গ্রহণের পরামর্শ দেন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় স্থানীয় প্রশাসনকে ব্যবস্থা নিতে নির্দেশ দিয়েছেন বলে জানান, জানায় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে রাজনৈতিক শাখার একজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা। স্টেট ডিপার্টমেন্টের একটি টিম এসেছিল কথাটি স্বীকার করে তিনি বলেন, 'তাদের অভিযোগের ভিত্তিতে আমরা কার্যক্রম শুরু করে দিয়েছি। স্থানীয় প্রশাসন নজর রাখছে।' এদিকে স্থানীয় প্রশাসন সব জেনেও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের নির্দেশ পালনে বিন্দুমাত্র তৎপরতা দেখাতে ব্যর্থ হয়েছে। সেই সুযোগে দ্বিগুণ শক্তিতে বিস্তৃত হয়েছে জঙ্গি তৎপরতা।

স্থানীয় দৈনিক সমতট বার্তার সম্পাদক এবং জেলা নাট্য সংগঠনের সভাপতি মঞ্জুরুল

মাদ্রাসাগুলিতে যারা পড়ে ও পড়ায় তারা একবারও জাতীয় সঙ্গীত, 'আমার সোনার বাংলা/ আমি তোমায় ভালোবাসি', গায়নি, গায় না। জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে না। জাতীয় দিবসগুলোতে ছুটি পালন করে না। সন-তারিখ-মাস সবই আরবি হিজরীতে হিসাব চলে

আলম জানান, 'প্রশাসকের নাকের ডগায় জঙ্গিরা মার্চ করে গেলেও তারা কিছু বলবে না। উপরন্তু পথ ছেড়ে দাঁড়াবে যাতে সমস্যা না হয়। এরকম অবস্থায় জাপানি-আমেরিকান টিম কি দেখল না দেখল আর কি মন্তব্য করল তাতে কি আসে যায়।'

ইসলামী আইন বাস্তবায়ন কমিটি

শহরে প্রভাবশালী সিরাজুল ইসলাম বড় হুজুর, ইসলামী ঐক্যজোট ও জামাতে ইসলামী এই তিন মৌলবাদী সংগঠনের সমন্বয়ের ইসলামী আইন বাস্তবায়ন কমিটি গঠিত।

বিএনপি নেতৃত্বাধীন চরদলীয় ঐক্যজোট ক্ষমতাসীন হওয়ার পর এই সংগঠনের উত্থান। বড় হুজুর দাবি করেন, এর মাধ্যমে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় ইসলামী আইন প্রতিষ্ঠা করা হবে।

কমিটির বিভিন্ন সভা-সমাবেশে যারা উপস্থিত হন তাদের দেখলেই উপলব্ধি করা যায় এরা কতোটা ভয়ঙ্কর হয়ে উঠছে।

গত ৬ জানুয়ারি বৃহস্পতিবার বেলা ৩টায় ব্রাহ্মণবাড়িয়া জামে মসজিদের ২য় তলায় এই কমিটির এক জরুরি পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। আল্লামা gwbi"¾wgwb সিরাজী সভাপতিত্ব করেন। এতে উপস্থিত ছিলেন আল্লামা মুফতি ফজলুল হক আমিনী, মুফতি মোবারকউল্লাহ, আলহাজ্ব মাও সাজিদুর রহমান, মাওঃ হাবিবুর রহমান, মাওঃ আঃ মজিদ, আলহাজ্ব আবুল ফয়েজ, হাঃ ইদ্রিস মাওঃ বোরহান উদ্দিন আলমতিন মাওঃ ওবায়দুল্লাহ, মাওঃ হাফিজুর রহমান, মাওক্বারী আনিছ, হাঃ মোস্তাক, মাওঃ আনিছ চৌধুরী, মাওঃ মাহবুবুর রহমান, মাওঃ জহিরুল ইসলাম, মাও: আব্দুস সাত্তার, মাওঃ ইয়াছিন, মাওঃ রমজান জামাতের জেলা সাধারণ সম্পাদক নজরুল ইসলাম খাদেমসহ শতাধিক নেতাকর্মী। এখানে ৬ †de"qwi মহাসমাবেশের পরিকল্পনা করা হয়।

ফজরের পর নিয়মিত শরীরচর্চা হয়। সে সময় নানা রকম মারামারির প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। যেমন, কোনো লাঠি ধরতে হলে, লাঠিটির মোটা ও ভারী অংশ ধরতে হয়। লাঠি দিয়ে কাউকে আঘাত করতে হলে আঘাত করার সময় মুখে আল্লাহু আকবার বলতে হয়

৯০ থেকে ২০০৪

১৯৯৮ সালের বিজয় দিবসকে সামনে রেখে তৃণমূল জন সংগঠনের নেতৃত্বে এডাব সদস্যভুক্ত সংগঠন সমূহের সহযোগীতায় উন্নয়ন মেলা ও বিজয় র‍্যালীর আয়োজন করা হয়। প্রায় ২০ হাজার নর-নারীর বিজয় র‍্যালীর উপর ন্যাক্কারজনক সশস্ত্র হামলার মধ্যে দিয়ে শুরু হয় ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় স্বাধীনতাবিরোধী চক্রের অপতৎপরতার প্রকাশ।

চারদলীয় জোটের শীর্ষনেতা শায়খুল হাদিস মাওলানা আজিজুল হক এবং মহাসচিব মুফতি আমিনী গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে ৭ ফেব্রুয়ারি ২০০১ ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় আহূত হরতালের সময় পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে কমপক্ষে ৭ ব্যক্তি নিহত হয়। আহত হয় ১০ সাংবাদিক। এক পুলিশের কব্জি কেটে দেয় মৌলবাদীরা। বিডিআরের একজন মেজর গুলিবিদ্ধ হয়। ১৯ এপ্রিল ২০০০ মৌলবাদীদের হরতালে ব্রাহ্মণবাড়িয়া অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে।

হরতালের সময় শহরে যানবাহন চলাচল, দোকানপাট, স্কুল-কলেজ, বীমা, অফিস-আদালত বন্ধ থাকায় শহর অচল হয়ে পড়ে। বিকেলে এক সমাবেশ থেকে মুফতি আমিনী এডাব নেতা কাজী ফারুককে যেখানে পাওয়া যাবে সেখানেই হত্যার করা জন্য সমবেতদের আহ্বান জানান।

অবশ্য মৌলবাদী তৎপরতার mÎcvZ যে আগে তা বোঝা যায় একাধিক ঘটনা থেকে। ১৯৯৬ সালে জাতীয় নির্বাচন ও ১৯৯৭ সালের ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন দুটিতে ১৬টি ইউনিয়নে নারীরা ভোটদান থেকে বিরত থাকে। কারণ মৌলবাদীরা ফতোয়া দিয়েছিল নারীরা ভোট দিতে যেতে পারবে না।

৯১ সালে সরাইলের কালীকচ্ছ গ্রামের ভাস্কর চৌধুরীকে খুন করে আবু মুসা। পরের

গত ৬ মাসে ১০টি ঘটনা

গত ছয় মাসে এমন AšZ ১০টি ঘটনা ঘটেছে যা থেকে এসব মৌলবাদী জঙ্গীদের ঔদ্ধতা কোন পর্যায়ে পৌঁছেছে তা বোঝা যায়। বিজয় দিবস ২০০৪ উদ্‌যাপন করেনি কসবা উপজেলার মানুষেরা। কশবা তিয়াল কলেজে উদীচী'র উদ্যোগে অদ্বৈত মল্লবর্মণ স্মৃতি মেলার আয়োজন চূড়ান্ত হলেও শেষ পর্যন্ত হতে দেয়নি জামাত-শিবিরের ক্যাডারেরা।

■ গত ৬ জানুয়ারি ২০০৫ নাসির নগর ইউনিয়নের প্রসিদ্ধ দত্তবাড়ির কালিমন্দিরে ৫টি কালী মূর্তি ভেঙে দিয়েছে মাদ্রাসার ছাত্ররা। খবর পেয়ে ৭ জানুয়ারি পুলিশ সুপার এটিএম তারেক ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন।

■ ৯ জুন ২০০৪ প্রথম আলোর খবর। খুনের মামলার তদবিরের টাকা তুলতে সংখ্যালঘুদের বাড়ি বাড়ি ডাকাতি। ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহরে ২ সপ্তাহে ১৫টি সংখ্যালঘুর বাড়িতে ডাকাতি হয়েছে।

■ ৭ জানুয়ারি শুক্রবার জুমাবাদ আহমদিয়া সম্প্রদায়কে নিষিদ্ধ ঘোষণা করার দাবিতে খত্‌মে নবুওয়াতের শোডাউন। শত-শত পাগড়ি পরা মাদ্রাসা ছাত্র লাঠি হাতে শহরের হাসপাতাল রোড হয়ে টিএ রোড হয় স্টেশন রোড দিয়ে মিছিল করে বেরিয়ে যায়। 'আমরা সবাই তালেবান ব্রাহ্মণবাড়িয়া হবে আফগান'-এ স্লোগানে কাঁপিয়ে তোলে শহর। ডিবি পুলিশ স্টেশন রোডে ভিডিও করতে গেলে মিছিলকারীদের রোষাণলে পড়ে। সাংবাদিকদের জন্য ছবি তোলা ছিল নিষেধ।

■ এবার দুর্গোৎসবে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় র‍্যাব মোতায়েন করা হয়। আশঙ্কা ছিল মৌলবাদী দ্বারা আক্রমণ হওয়ার।

■ ৬ জানুয়ারি নবীনগর মাছ ব্যবসায়ী জগদিশের (২৬) কাছে স্থানীয় সন্ত্রাসীরা চাঁদা দাবি করে। চাঁদা না দেয়ায় হাত পা ভেঙে দেয়। জগদিশ এখন সদর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

■ আনন্দপুর ব্রীজে পরপর ৩দিন সংখ্যালঘুর ওপর ডাকাতি। নাসির নগরে ওই ডাকাতিতে শংকর, সূর্য ও আচার্য নামে তিনজন ক্ষুদ্রব্যবসায়ী সর্বশান্ত হয়েছে।

■ গত ১৬ ডিসেম্বরে মজলিশপুরে বিজয় দিবস উপলক্ষে স্থানীয় উদ্যোগে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান চলাকালে মাদ্রাসার ছাত্ররা বাধা দেয়।

■ সরাইল বড্ডাপাড়ায় ৭০ বছরের বৃদ্ধ মহেশ চন্দ্র সূত্রধরকে ছুরিকাহত করে মৌলবাদী সন্ত্রাসীরা।

■ ৫ জানুয়ারি স্থানীয় পত্রিকা রাহবার খবর প্রকাশ হয় স্বর্ণশিল্পী গৌতম তলাপাত্রের খুনের রহস্য উদঘাটন হয়নি।

■ ১১ অক্টোবর- ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত কয়েকটি ঘটনা সড়াইলে বদাপাড়ায় ও কালীকচ্ছ গ্রামে সংখ্যালঘু নির্যাতনের ঘটনা ঘটে। এছাড়া ভাদুগড় ওয়ার্ডে ১০/১২টি সংখ্যালঘুর বাড়ি পুড়িয়ে দিয়েছে। শহরের লাখী বাজারস্থ শঙ্কর শিল্পালয়ে লক্ষাধিক টাকা মূল্যের অলঙ্কার চুরি।

বছর একই গ্রামের যুব মৈত্রীর কর্মী ভাস্কর চৌধুরীকেও খুন করে একই জন। অভিযোগ সম্পত্তি দখল। বিস্ময়ের ব্যাপার, আবু মুসা পরবর্তীতে ইউপি চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়। এখন সে মৌলবাদী গোষ্ঠীর সঙ্গেও যুক্ত।

তাদের মূল শক্তি কোথায়

পাকিস্তান, কাতার, কুয়েত, মিসরের একাধিক সংগঠনের সঙ্গে যোগাযোগ রয়েছে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার মৌলবাদীদের। এসব দেশের নেতারাও ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় অহরহ আসছেন-যাচ্ছেন।

অভিযোগ আছে, ১৯ কিলোমিটার `‡i ত্রিপুরা mxgvŠ থাকায় অস্ত্রের লেনদেন ওই পথ দিয়েই হচ্ছে। ভারতের দেওবন্দ মাদ্রাসা, পাকিস্তানের করাচি মাদ্রাসার অনেক পোস্টার, এখানকার মাদ্রাসার দেয়ালে ঝুলতে দেখা যায়। এসব দেশের শক্তিতেই মৌলবাদী সংগঠন এতো অর্থবান আর সরকারের সহায়তায় বলবান।

এছাড়াও চট্টগ্রাম ও উত্তরবঙ্গের কয়েকটি জঙ্গি সংগঠনের সঙ্গে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার জঙ্গিরা নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করে চলে। অস্ত্রপাতি, প্রশিক্ষণ ওইসব সংগঠনের সদস্যরাই দেয়। এসব জঙ্গি তৎপরতার জন্য টাকা জোগায় কে? স্থানীয় ঐক্যবদ্ধ নাগরিক আন্দোলনের সদস্য হুমায়ুন কবির জানান, হুন্ডির মাধ্যমে প্রচুর টাকা আসছে। এনাম আর্নটের নামে এক ব্যাংক অ্যাকাউন্ট বাংলাদেশে ছিল এবং তার একটি সংগঠনও ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় তৎপরতা চালাতো। এই এনাম সাহেব ওসামা বিন লাদেন ও আল-কায়েদার সন্ত্রাসী কর্মকান্ডে অর্থের অন্যতম শক্তিশালী যোগানদাতা বলে বিশ্বে পরিচিত। ২০০৩ সালের ২৩ জুন বিষয়টি জানাজানির পর বাংলাদেশ ব্যাংক ও গোয়েন্দা সংস্থাসমূহের তৎপরতার কারণে ওই ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ও সংগঠনের অস্তিত্ব প্রায় ভৌতিক উপায়ে উধাও হয়ে যায়।

ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় জঙ্গি ঘাঁটির সন্ধানে

১. সরেজমিনে মজলিশপুর : মজলিশপুর ইউনিয়নের সদর বাজারে। বাজারের পেছনেই মাঠ ও মাদ্রাসা। বাঁশের দুটি খুঁটিতে মাদ্রাসার সাইনবোর্ড। 'মজলিশপুর আনোয়ারুল উলুম মাদ্রাসা'। মাদ্রাসার একটি কক্ষ খোলা দেখে এগিয়ে যেতেই একজন মাদ্রাসা ছাত্র সামনে এসে পরিচয় জানতে চাইলো। পরিচয় পেয়ে আমাকে দাঁড়িয়ে রেখে খোলা কক্ষের ভেতরে গেলো। ফিরে এসে নিয়ে গিয়ে পরিচয় করালো মোঃ এহসানুল করিমের সঙ্গে। এহসানুল এ মাদ্রাসার শিক্ষক। ঘরের মধ্যে আরো ১৪-১৫ জন অবস্থান করছিল। তারা ঐ এলাকার বিভিন্ন মাদ্রাসার শিক্ষক। এহসানুল করিম জানান, 'আগামী ৬ ফেব্রুয়ারি আমাদের মহাসমাবেশ। ইসলামী আইন বাস্তবায়ন কমিটির উদ্যোগে ওই সমাবেশের পূর্ব-প্রস্তুতি নিয়ে আলোচনা করছি।'

মাদ্রাসার রেজিস্টারে দেখা যায়, মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক আলহাজ হজরত মাওঃ সামছুল হক। মাদ্রাসার শিক্ষক ১০ জন। ছাত্র ১২০ জন। প্রতিষ্ঠিত ১৩৭০ বাংলা (৪০ বছরের পুরাতন)। মাদ্রাসায় ৩টি শাখায় পাঠ দেয়া হয়। হেফজখানা, নূরানি ও কিতাবি বিভাগ। মাদ্রাসায় আরবি ও উর্দু পড়ানো হয়। তবে

'মাদ্রাসা বোর্ডের সিলেবাস ফলো করি না। ওইগুলান ইহুদী-মুরতাদরা বানাইছে'

মওলানা সিরাজুল ইসলাম বড় হুজুর

চেয়ারম্যান, এদারায়ে তা'লিমিয়া মাদ্রাসা

এদারায়ে তা'লিমিয়া মাদ্রাসার অধীনে ১১০টির মতো মাদ্রাসা। এই মাদ্রাসাগুলোর প্রধান মাওলানা সিরাজুল ইসলাম ওরফে বড় হুজুর। হুজুরের বাড়ি ভাদুগড়। বাড়িতে হুজুরের সঙ্গে দেখা করতে গেলে প্রথমেই তার শিষ্যদের দ্বারা বেশ খানিকটা নাজেহাল হতে হলো। বিশেষ করে সাংবাদিক পরিচয় শুনে ক্ষেপে গেলেন তারা। কৌশলের আশ্রয় নিয়ে বললাম, সব সাংবাদিক এক রকম নয়। আগে সাংবাদিকরা হুজুর সম্বন্ধে ঠিক লিখেছে কি না তা খতিয়ে দেখতেই আমাকে পাঠানো হয়েছে। শিষ্যরা আমার কথায় আশ্বস্ত হলো কি না বোঝা গেলো না। তবে আমাকে অপেক্ষা করতে বলে শিষ্যদের একজন ভেতরে গেলো। অনেকক্ষণ পড়ে সে এসে আমাকে ভেতরে একটা কামরায় নিয়ে বসালো। চৌকা ঘরের মেঝেতে দুটি স্টিলের আলমারি আর কয়েকটি জলচৌকি। দেয়ালে খত্মে নবুওয়াতের পোস্টার। পোস্টারে নামাজ ও রোজার স্থায়ী সময়সূচি। দেয়ালে আর এক স্থানে কাগজে হাতে লিখে টাঙানো হয়েছে। তাতে লেখা- 'আকাশের গায়ে লাখে তারা জ্বলে ঝিলমিল/ চলছে দিতে জান আল্লাহর রাহে/ বুকে নেই দিধা ভয় একতিল।'

মেঝেতে কার্পেট পাতা। আমাকে নিয়ে মেঝেতেই বসানো হলো। ২০ মিনিট পর ১২২ বছরের এক প্রৌঢ় ঘরে ঢুকলেন। চোখে-মুখে অত্যন্ত বিরক্তির ছাপ।

বড় হুজুর : কেন এসেছেন?

সাপ্তাহিক ২০০০ : আপনার সঙ্গে দেখা করতে। কিছু কৌতূহল আছে মেটাতে এসেছি।

বড় হুজুর : কি জানতে চান?

২০০০ : আপনারা শতাধিক মাদ্রাসা পরিচালনা করছেন। জানা যায় বাংলাদেশের মাদ্রাসা বোর্ডের সিলেবাস ফলো করে না...

বড় হুজুর : হ। আমরা মাদ্রাসা বোর্ডের কোনো সিলেবাস ফলো করি না। ওইগুলান ইহুদি-মুরতাদেরা বানাইছে। আমরা ভারতের 'দেওবন' মাদ্রাসার আদলে চলার চেষ্টা করি।

২০০০ : মাদ্রাসাগুলোতে জাতীয় সঙ্গীত গাওয়া হয় না কেন?

বড় হুজুর : বাজনা বাজায়া গান গাওয়া হারাম। আমরা মুসলমান হইয়া আল্লাহর হুকমতের বিরুদ্ধে ঘাটতে পারি না। আমাদের দেশের অধঃপতনের মূল কারণ হলো শাসকগোষ্ঠী আল্লাহর হুকমত পালন করে না। যতদিন তারা আল্লাহর আইনের সম্মান না করবে তাদের দুনিয়ার বুকে অপদস্ত হয়ে থাকতে হবে। জিল্লতের জীবন যাপন করতে হবে।

২০০০ : মাদ্রাসাগুলোতে বাংলা সন-মাস-তারিখ ব্যবহার হয় না। উর্দু আর আরবি পড়ানো হয় কেন?

বড় হুজুর : দেখেন আমরা আল্লাহর তরিকা মানার চেষ্টা করি। আর তা মানতে যা করা প্রয়োজন আমরা তাই করি।

২০০০ : অভিযোগ আছে আপনার অধীনে মাদ্রাসাগুলোতে জঙ্গি প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকেন...।

বড় হুজুর : 'আমার এসব বলছেন কেন? যারা অভিযোগ করে তাদের যাইয়া বলেন। আমরা কুরআন প্রশিক্ষণের খেদমত আঞ্জাম দিতাছি। আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূলের নির্দেশ পালন করতাছি।'

২০০০ : আমেরিকার স্টেট ডিপার্টমেন্টের তদন্ত টিম আপনার মাদ্রাসারগুলোর কয়েকটিতে জঙ্গি তৎপরতার আলামত পেয়েছে। স্থানীয় প্রশাসন মজলিশপুরে মাদ্রাসায় জঙ্গি প্রশিক্ষণের প্রমাণ পেয়েছে, তারপরও কি বলবেন জঙ্গি প্রশিক্ষণ হয় না?

এবার বুঝি বড় হুজুর চূড়ান্ত ক্ষিপ্ত হলেন। বোঝা গেলো তার বাজখাঁই কণ্ঠ শুনে। তিনি বললেন, আমার মাদ্রাসায় কোনো জঙ্গি প্রশিক্ষণ হয় না। ছাত্ররা শরীরচর্চা করে। হুজুরের শিষ্যরা ক্ষিপ্ত হন দশ গুণ- 'আপনি তো ভীষণ বেয়াদব লোক, হুজুরের মুখে মুখে কথা বলেন...। দ্রুত সেখানে ক্রোধন্ধ শিষ্য-ভক্তের সংখ্যা বাড়তে থাকে। আমি খুব দ্রুত সেখান থেকে সটকে পরি।

ইংরেজি প্রথম বছর পড়ানো হয়। পাঠ্য বিষয়- সরেজামি, কাফিয়া, হেদাতুনূহ, নাহার মিছ, মিজানুর সরফা, আজিজুল মুক্তাদি এবং তালেমুল ইসলাম।

এখানকার একজন ছাত্র নাম ইমরান মিয়া। সে জানালো, ফজরের পর নিয়মিত শরীরচর্চা হয়। সে সময় নানা রকম মারামারির প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। যেমন, কোনো লাঠি ধরতে হলে, লাঠিটির মোটা ও ভারী অংশ ধরতে হয়। লাঠি দিয়ে কাউকে আঘাত করতে হলে আঘাত করার সময় মুখে 'আল্লাহু আকবার' বলতে হয়। এছাড়াও দলগত আক্রমণ পরিচালনা কিভাবে করতে হয় তাও শেখানো হয়। একজন ব্যবসায়ী নাম প্রকাশ না করার শর্তে জানালেন, এখানে নড়াইলের জাগ্রত জনতার সৈনিক পার্টির প্রশিক্ষকরা প্রশিক্ষণ দেয়। প্রশিক্ষকদের একজন মইন গ্রামে থাকে। বিষয়টি চেয়ারম্যান শাহ আলম হুমায়ুনও জানেন। তবে তিনি কিছু বলেন না।

মজলিশপুরের এই মাদ্রাসার উত্তর দিকে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। এ বিদ্যালয়ের মাঠে এবার বিজয় দিবসে মাইক বাজানো হয়নি। স্থানীয়রা মাইক বাজানোর ব্যবস্থা করলে মাদ্রাসার শিক্ষকরা তা প্রতিহত করে। তথ্যটি জানালেন, মাদ্রাসার শিক্ষক এহসানুল করিম।

'তিনি বলেন, আমরা চাই আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠা। রাসুলের তরিকা মতো চলা। দেশে যে আইন প্রচলিত তা বিধর্মীর আইন। এই আইন পালন করলে ঈমান থাকে না।'

২. তিল্লিনগর রাহিমা মাদ্রাসা: মজলিশপুর থেকে ৩ কিলোমিটার পশ্চিমে তিল্লিনগর। এখানেই 'তিল্লিনগর রাহিমা মাদ্রাসা'। মাদ্রাসার শিক্ষক হাফেজ মোঃ এরফান উদ্দিন জানালেন, পাকিস্তানের 'মারকাদুজা ওয়াতিল' নামের একটি প্রতিষ্ঠান এ মাদ্রাসার অর্থায়ন করে। তিনি আরো জানান, মারকাদুজা ওয়াতিল পুরো দেশে ২০টির মতো মাদ্রাসা চালায়। তবে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় এই একটাই। ঢাকায় সংগঠনটির প্রধান কার্যালয় আছে। হাফেজ এরফান বলেন, সংগঠনটির পরিচালনা কমিটির দু'জন সদস্য আব্দুল মালেক ও দেলোয়ার হোসেন প্রায় আসেন।

এই মাদ্রাসার পাঠ্যক্রম অন্যান্য কওমি মাদ্রাসার মতোই। এখানে শিক্ষক ১৯ জন। ছাত্র ২০০ জন। শরীরচর্চা হয়। আমেরিকার তিন সদস্যের তদন্ত টিম এই মাদ্রাসায়ও এসেছিল। তারা দেখেছে একটা বদ্ধ ঘরে অনেকগুলো একই সাইজের গরাণ কাঠের লাঠি। বেশ কিছু পাকিস্তানি মুদ্রিত বই। এবং দেখেছে অনেক ছাত্র পাঞ্জাবিতে লুকিয়ে কিছু সরিয়ে ফেলছে। কিন্তু কি লুকিয়ে নিচ্ছে তা তারা দেখতে পায়নি।

৩. দারুল আলকাম মাদ্রাসা : আমেরিকার স্টেট ডিপার্টমেন্টের তদন্ত টিম 'দারুল আলকাম মাদ্রাসা' নিয়ে অভিযোগ তুলেছে সবচেয়ে জোরেসোরে। কুয়েতের অর্থায়নে এই মাদ্রাসার প্রধান মাওলানা সাজিদুর রহমান। স্থানীয়রা জানান, ব্রাহ্মণবাড়িয়ার যত মৌলবাদী কর্মকান্ড সংগঠিত হয়, তার অপারেশন কমান্ডার এই সাজিদুর। স্থানীয় স্কুলের সুপারেনটেনডেন্ট চমন শিকদার জুলকারনী জানান, কাতারপন্থি সাজিদুর রহমান '৯০-এর

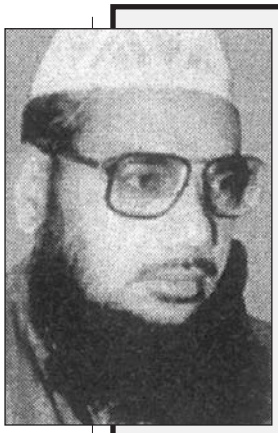

'নিউইয়র্ক টাইমসের সাংবাদিক এলিজ গ্রিসউল্ডকে আমি যা বলিনি ও তাই লিখেছে, যা বলেছি তা লেখেনি'

ফজলুল হক আমিনী *ইসলামী ঐক্যজোট একাংশের আমীর*

সাপ্তাহিক ২০০০ : আস্‌সালামু আলাইকুম। কেমন আছেন?

আমিনী : ওয়াআলাইকুম সালাম...। মনে হয় ভালো।

২০০০ : মনে হয় কেনো?

আমিনী : আমরা যারা নূরানী ও নাদিয়াতুল কুরআন প্রশিক্ষণের খেদমত আঞ্জাম দিচ্ছি, আল্লাহর আইন বাস্তবায়নে নিয়োজিত আছি, আমাদের বিরুদ্ধে চলছে গভীর ষড়যন্ত্র। এর মধ্যে আর কত ভালো থাকব বলেন?

২০০০ : কুরআন শিক্ষা বাধ্যতামূলক করার জন্য কোনো আন্দোলন গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছেন কি?

আমিনী : কুরআন শিক্ষা বাধ্যতামূলক করার জন্য আমাদের আন্দোলন দিনকে দিন জোরালো হচ্ছে। আমাদের পূর্বসূরিরা সারাদেশে হাজার হাজার মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করে এই আন্দোলনের ভিত্তি পোক্ত করে গেছেন। বর্তমানে এই ধারা বেগবান হয়েছে এবং ভবিষ্যতে তা আরো বহুগুণ হবে ইনশাল্লাহ।

২০০০ : ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর আপনার নির্বাচনী এলাকা। সেখানকার অবস্থা সম্বন্ধে কিছু বলেন।

আমিনী : ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার মানুষ ধর্মভীরু। তারা ধর্মনিরপক্ষতা বিশ্বাস করে না। তারা চায় দেশে ইসলামের আইন কায়েম হোক। গত ৬ ফেব্রুয়ারি যে বিশাল জনসভা (গত '৯৭-এর ৬ ফেব্রুয়ারি ৭ জন ইসলামী ঐক্যজোটের কর্মীর মৃত্যুতে প্রতিবছর ওই তারিখে জনসভা হয়) হলো শহরে সেটাই প্রমাণ করে ইসলামী আন্দোলনের পূণ্যভূমি ব্রাহ্মণবাড়িয়া।

২০০০ : অভিযোগ আছে, আপনি সেখানে জঙ্গি সংগঠন পরিচালিত করেন।

আমিনী : অভিযোগ তো আছে, ক'দিন আগেও নিউইয়র্ক টাইমসে অভিযোগ করেছে আমি জঙ্গি তৎপরতা চালাচ্ছি। আসলে সবই ষড়যন্ত্র। দ্বিন আহকামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র। নিউইয়র্ক টাইমসের সাংবাদিক এলিজ গ্রিসউল্ডকে আমি যা বলিনি ও তাই লিখেছে। যা বলেছি তা লেখেনি। আমার কাছে রেকর্ড আছে। আমি এ অফিসে লালবাগ মাদ্রাসায় বসেই তাকে সাক্ষাৎকার দিয়েছি। এতেই প্রমাণ হয় ওরা মিথ্যে বলে।

২০০০ : আমেরিকার স্টেট ডিপার্টমেন্টের তদন্ত টিম ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় আপনার নিয়ন্ত্রিত বেশ কয়েকটি মাদ্রাসা নিয়ে অভিযোগ করেছে, সেখানে জঙ্গি প্রশিক্ষণের আলামত পেয়েছে। এ বিষয়ে আপনার বক্তব্য কি?

আমিনী : নিউইয়র্ক টাইমস ও আমেরিকার স্টেট ডিপার্টমেন্ট- এদের মধ্যে কোনো পার্থক্য আছে কি? এরা যা বলে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হয়েই বলে। এরা ইসলামকে দুনিয়া থেকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে চায়। আর সে কারণেই তারা এমন অভিযোগ করে দ্বিন-ই আন্দোলনকে রুদ্ধ করতে চায়।

২০০০ : স্থানীয় (ব্রাহ্মণবাড়িয়া) গোয়েন্দা সংস্থাও স্বীকার করেছে, জেলায় জঙ্গি তৎপরতা আছে।

আমিনী : কোন গোয়েন্দা সংস্থা বলেছে? তাদের কাছে যদি প্রমাণ থাকে তবে অ্যাকশনে যাচ্ছে না কেনো? শোনেন, আপনি নিজে যান (মাদ্রাসাগুলিতে) ওইসব এলাকায় দেখবেন গ্রাম- গঞ্জের দরিদ্র নিরীহ মানুষের ছেলেরা দ্বিন ইসলামের তালিম নিচ্ছে। সেখানে জঙ্গি তৎপরতার প্রশ্নই আসে না।

২০০০ : বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্বন্ধে কিছু বলুন।

আমিনী : দেশ এখন গভীর ষড়যন্ত্রের শিকার। বোমা মেরে হরতাল করে দেশের শান্তি শৃঙ্খলা ধ্বংস করতে কুচক্রিরা সক্রিয় হয়ে উঠেছে। এ অবস্থায় দেশে ইসলামী আমল-আলেমদের সংঘবদ্ধ হতে হবে। সংগঠিত হয়ে মোকাবেলা করতে হবে।

দিকে দেশে ফেরেন। তিনি আসার পরই মৌলবাদী গ্রুপগুলো নতুন মাত্রা পায়।

পুলিশ লাইনস্থ বিশাল দারুল আলকাম আল ইসলাম কমপ্লেক্স তৈরি করেন। কমপ্লেক্সের ভেতরে ঢোকার অনুমতি সবার নেই। এই প্রতিবেদকও একাধিকার চেষ্টা করে মাওলানা সাজিদুর রহমানের সঙ্গে দেখা করতে পারেনি, ভেতরেও ঢুকতে পারেনি।

এই কমপ্লেক্স ও সাজিদুর নিয়ে এলাকায় যে কথাটি সবচেয়ে বেশি প্রচলিত তা হলো, এটি 'মারকাজুল ইসলাম' নামে জঙ্গি সংগঠনের শক্ত ঘাঁটি এবং সাজিদুর তার প্রধান পৃষ্ঠপোষক।

আবু সালেহ মোঃ সালেহ নামের একজন মিসরীয়কে বিগত ৭-৮ মাস যাবৎ এই কমপ্লেক্সের আশপাশে ঘোরাঘুরি করতে দেখা গেছে। খোঁজ নিয়ে জানা যায়, স্থানীয় লোকদের সন্দেহ ও প্রশাসনের চাপের কারণে মিসরীয় ওই ব্যক্তিটি এলাকা ছেড়ে এখন ঢাকার লালবাগে মুফতি আমিনীর মসজিদে অবস্থান করছেন।

৪. আলহেরা কমপ্লেক্স : ভাদুগড়ের বড় হুজুরের নিয়ন্ত্রণাধীন আলহেরা কমপ্লেক্স আরেকটি ঘাঁটি। এখানে প্রায়ই সন্দেহভাজন লোকজনকে ঘুরতে দেখা যায়। হাফেজ ইদ্রিস, মুফতি মোবারক উল্লাহ এই কমপ্লেক্সের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মী। এই কমপ্লেক্স থেকে খতমে নবুওয়াতের জেলাভিত্তিক কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে থাকে।

স্থানীয় একজন গোয়েন্দা কর্মকর্তা জানান, জঙ্গি ঘাঁটির তালিকায় ২৪টি মাদ্রাসার নাম এসেছে। এগুলোর সব কটাতেই কড়া নজর রাখা হচ্ছে। তবে অন্যান্য সূত্রমতে, ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলায় প্রায় ৬৫টি মাদ্রাসায় জঙ্গি তৎপরতার কার্যক্রমের খবর পাওয়া যায়। স্থানীয়রা আরো জানায়, বেশ কিছু কিন্ডারগার্টেন মাদ্রাসায় এ জাতীয় প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চলছে। তারা বলেন, বেসরকারি প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্কুলগুলোর মধ্যে ৫টি জামায়াতের অধীনে। এসব স্কুলগুলো সন্দেহের তালিকা থেকে বাদ দেবার মতো নয়।

বিএনপি ও আওয়ামী লীগের প্রশ্রয়

জেলায় বিএনপি ও আওয়ামী লীগ বহুধা বিভক্ত। দলগুলোর নিজেদের ভেতরের কোন্দলকে কাজে লাগিয়ে এখানে তর তর করে বেড়ে উঠছে উগ্রমৌলবাদী বিষবৃক্ষ।

জেলা বিএনপি সভাপতি ভূমি প্রতিমন্ত্রী আবদুস সাত্তার ভুঁইয়া, সদরের এমপি হারুন আল রশিদ এবং কসবা-আখাউড়ার এমপি মুশফিকুর রহমানের নেতৃত্বে সক্রিয় তিনটি গ্রুপ রয়েছে। তবে গ্রুপ তিনটির মধ্যে সদরের ৫ বার নির্বাচিত হওয়া এমপি হারুন-আল রশিদের সঙ্গে মৌলবাদীদের যোগাযোগের কথা জানা যায়। হারুন-আল রশিদ '৭১-এর শান্তি কমিটির সদস্য ছিলেন। যুদ্ধের পরে মৌলবাদীদের আনুকূল্যেই তিনি বারবার এমপি হতে পেরেছেন বলে স্থানীয়দের অভিমত। জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এডভোকেট হুমায়ুন কবির জেলা আওয়ামী লীগের সহসভাপতি সাবেক পৌর চেয়ারম্যান হেলাল উদ্দিন দুই গ্রুপের প্রধান। একজন আওয়ামী লীগ নেতা জানান, হেলাল উদ্দিনের সঙ্গে আমেনীর সংশ্রব আছে। মৌলবাদীরা কোনো কর্মসূচি দিলে হেলাল উদ্দিনের গ্রুপ আগেই তার সমর্থন দিয়ে বসে।

বড় দলগুলোর মৌলবাদীদের প্রশ্রয় দেওয়ার ব্যাপারে ওয়ার্কার্স পার্টির জেলা সাধারণ সম্পাদক কমরেড শাহরিয়ার মোঃ ফিরোজ জানান, 'ওদের দুর্বলতার সুযোগেই মৌলবাদীদের এমন উত্থান। দল দুটোর নেতারা নিজের আধিপত্য টিকিয়ে রাখতে মৌলবাদীদের কখনো কখনো উস্‌কেও দিয়ে থাকে। আর মৌলবাদীদেরও কি সুদূর প্রসারিত হাত, বড় হুজুর স্বাধীনতাবিরোধী হয়েও আজ আওয়ামী লীগের কারণে বীর মুক্তিযোদ্ধা।

কথা হয় ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সংসদ এবং সরকারি হিসাব সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য হারুন-আল রশিদের প্রসঙ্গে বললেন, 'আমি শুনেছি কিছু মৌলবাদীর তৎপরতা আছে। তবে সুনির্দিষ্ট কোনো অভিযোগের কথা জানি না।' তিনি জানান, এলাকার অধিকাংশ মানুষ ধর্মভীরু। এরা মৌলবাদকে প্রশ্রয় দেয় না।

সাবেক পৌর চেয়ারম্যান হেলাল উদ্দিন জানান, জঙ্গি তৎপরতার ব্যাপারটা নিছক গুজব। 'মাদ্রাসার ছাত্ররা জঙ্গি গ্রুপের সদস্য নয়। তবে কোনো কোনো মাদ্রাসায় সন্দেহভাজন লোকের আনাগোনার কথা শুনতে পাই।' মৌলবাদীদের প্রশ্রয় দিচ্ছে কি না জানতে চাইলে তিনি বলেন, 'আমরা স্বাধীনতার পক্ষের শক্তি। আমরা কখনই চাইবো না কোনো উগ্র মৌলবাদী দল ক্ষমতায় আসুক।'

সুশীল সমাজের ভূমিকা

'ঐক্যবদ্ধ নাগরিক আন্দোলন' নামে একটি নির্দলীয় সামাজিক সংগঠন বেশ কিছুদিন থেকেই শহরে মৌলবাদীদের বিভিন্ন তৎপরতার প্রতিবাদ জানিয়ে আসছে। বিশিষ্ট কবি ও লেখক জয়দুল হোসেন ওই কমিটির আহবায়ক।

তিনি এই প্রতিবেদককে জানান, চরম সাম্প্রদায়িক মৌলবাদী ও যুদ্ধাপরাধী অধ্যুষিত খালেদা-নিজামীদের জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় মৌলবাদীদের দৌরাত্ম্য বেড়েছে বহু মাত্রায়। তারা আহমদিয়া সম্প্রদায়কে নিষিদ্ধ, ফতোয়ার পূর্ণ প্রচলন, আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠা, প্রভৃতি দাবিতে প্রায়ই পুরো শহরময় দাপিয়ে বেড়ায়। জামা-জুতা পরা আধুনিক বেশে কাউকে পেলেই পেটায়। এর মাঝেই আমরা মুষ্টিমেয়রা প্রতিরোধ-প্রতিবাদ জানাচ্ছি।

স্থানীয় কলেজের প্রিন্সিপাল মোখলেসুর রহমান বলেন, জেলায় জঙ্গি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে গড়ে উঠেছে বিশাল ধর্মান্ধ জঙ্গি দল। এসব কিছু দেখে চুপ থাকা যায় না। কিছু একটা করার জন্যই গঠন করা হয়েছে 'ঐক্যবদ্ধ নাগরিক আন্দোলন'।

স্থানীয় দৈনিক সমতট বার্তার বার্তা সম্পাদক বাদল গুহ বলেন, হুজুরদের উৎপাতে শহরে সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড হতেই পারে না। অথচ ছোট্ট এই শহরে ৫-৭টি নাট্যগ্রুপ ও সাংস্কৃতিক সংগঠন আছে। আমরা শহরবাসী বিজয় উৎসবটাও করি অনেকটা দায়সারাভাবে। এর মাঝেই টিকে আছি।

বাংলাদেশ মানসিক প্রতিবন্ধী কল্যাণ ও শিক্ষা সমিতির একটি স্কুলে পড়ান তাছলিমা সুলতানা নিশাত। তিনি মৌলবাদীদের প্রসঙ্গে বলেন, 'বাইরে যখন কাজকর্মে থাকি তখন প্রতি মূহূর্তে ভয়ে থাকি, মনে হয় কি যেনো একটা ধেয়ে আসছে। অথচ দেখেন আমি এই শহরে ছোট থেকেই মানুষ হয়েছি। আগে এমনটা হতো না। এখন হয়।'

নিশাতের মতো সাংস্কৃতিক কর্মী মুনির, আয়করের উপদেষ্টা সুমেশ রঞ্জনসহ ঐক্যবদ্ধ নাগরিক আন্দোলনের অনেকেই এই প্রতিবেদককে জানান, শহরে মৌলবাদী গ্রুপগুলো সক্রিয়। তারা দিনকে দিন সংগঠিত হচ্ছে। এই গ্রুপগুলোর প্রতিরোধের ব্যবস্থা এখনই নেওয়া উচিত।

জঙ্গি তৎপরতার ব্যাপারে স্থানীয় প্রশাসনের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, তারা বিষয়টা বেশ ভালোভাবেই জানে। এখানকার মাদ্রাসায় জঙ্গি প্রশিক্ষণ চলে নিয়মিত। অনেকটা প্রশাসনের সহায়তায়। ব্রাহ্মণবাড়িয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মোহাম্মদ ইসমাইলের বক্তব্য থেকেও সেটা পরিষ্কার বোঝা যায়। ক্ষমতার কানেকশনেও পুলিশ অনেক সময় অনেক জঙ্গি সন্ত্রাসীকে গ্রেপ্তার করে না।

ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় মৌলবাদীদের এই তৎপরতা হলো দেশের বিভিন্ন স্থানে এদের সুসংগঠিত হওয়ার একটি প্রতিফলন। স্থানীয়ভাবে শক্তিশালী হয়ে এরা ক্রমান্বয়ে রাষ্ট্রীয়ভাবে ক্ষমতা দখল করতে চায়। ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় বড় হুজুরের পরিচালনায় জঙ্গীপনা শক্ত হাতে দমন করার দায়িত্ব সরকারের। জনসাধারণের এই দাবি উপেক্ষার কোনো সুযোগ নেই।